গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র (ইওসি)
www.ddm.gov.bd
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.১১৪ তারিখ: ৬ বৈশাখ ১৪২৭
১৯ এপ্রিল ২০২০

বিষয়: **দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।**

সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য কোন সতর্ক সংকেত নাই।

আজ ১৯ এপ্রিল ২০২০ খ্রি: সন্ধ্যা ০৬ টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর সমূহের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরের জন্য কোনো সতর্কবাণী নেই এবং কোনো সংকেত দেখাতে হবে না।

আজ সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

সিনপটিক অবস্থাঃ পশ্চিমা লঘুচাপের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে।

পূর্বাভাসঃ ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায়; রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং ঢাকা, বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলা বৃষ্টি হতে পারে।

তাপপ্রবাহঃ রাজশাহী ও পাবনা অঞ্চল সমূহের উপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

পরবর্তী ৭২ ঘন্টার আবহাওয়ার অবস্থা (৩ দিন): বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টিপাত প্রবনতা অব্যাহত থাকতে পারে।

গতকালের সর্বোচ্চ ও আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস):

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্টগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩৫.০	২৭.০	৩৫.৩	২৭.০	৩৬.০	২৯.৪	৩৫.৪	৩৪.৮
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২০.৮	২০.৪	১৯.৮	১৭.৪	২১.০	২১.০	২২.৬	২১.০

গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল রাজশাহী ও ঈশ্বরদী ৩৬.০° এবং আজকের সর্বনিম্ন শ্রীমঙ্গল ১৭.৪° সেঃ।

বজ্রপাতে মৃত্যুর তথ্যাদিঃ

১। নেত্রকোণাঃ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, নেত্রকোণা স্মারক নং ৫১.০১.৭২০০.০১৫.৪১.০২৭.১৭-২৬৫ তারিখ ১৮.০৪.২০২০খ্রি: পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছেন গত ১৮-০৪-২০২০খ্রিঃ তারিখে নেত্রকোণা জেলার মদন উপজেলায় বজ্রপাতে ০২ জন ব্যক্তি নিহত হয়েছে। নিম্নে নিহতদের তথ্য দেওয়া হলোঃ

ক্রঃনং	জেলার নাম	নাম ও ঠিকানা
১।	নেত্রকোণা	ইয়া হিয়া (৩০), পিতাঃ মঞ্জুরুল হক, গ্রামঃ গোবিন্দশ্রী কান্দাপাড়া, উপজেলাঃ মদন, জেলাঃ নেত্রকোণা।
২।	নেত্রকোণা	রায়হান (১০), পিতাঃ সেলিম, গ্রামঃ গোবিন্দশ্রী বারঘরিয়া, উপজেলাঃ মদন, জেলাঃ নেত্রকোণা।

২। হবিগঞ্জঃ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, হবিগঞ্জ স্মারক নং ৫১.০১.৩৬০০.০০০.১৪.০২৫.১৮-২১২ তারিখ ১৯.০৪.২০২০খ্রি: পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছেন গত ১৭-০৪-২০২০খ্রিঃ তারিখ এবং ১৮-০৪-২০২০খ্রিঃ তারিখে হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলায় আকস্মিক বজ্রপাতে ০২ জন ব্যক্তি নিহত হয়েছে। নিম্নে নিহতদের তথ্য দেওয়া হলোঃ

ক্রঃনং	জেলার নাম	নাম ও ঠিকানা	মৃত্যুরতারিখ	মন্তব্য
১।	হবিগঞ্জ	সিরাজুল ইসলাম (৫০), পিতাঃ মৃত সাইজ উদ্দিন, গ্রামঃ পরমানন্দপুর (উত্তর সুরমা), ইউনিয়নঃ ৬নং শাহাজাহানপুর, উপজেলাঃ মাধবপুর, জেলাঃ হবিগঞ্জ।	১৭-০৪-২০২০খ্রিঃ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক মৃত ব্যক্তির পরিবারকে পরিবার প্রতি মানবিক সহায়তা বাবদ ২০,০০০ টাকা হারে প্রদান করা হয়েছে।
২।	হবিগঞ্জ	লালু মিয়া (৪৫), পিতাঃ মৃত ওয়ালী মিয়া, গ্রামঃ মুরাদপুর, ইউনিয়নঃ ৫নং আন্দিউড়া, উপজেলাঃ মাধবপুর, জেলাঃ হবিগঞ্জ।	১৮-০৪-২০২০খ্রিঃ	

ক্রঃনং	জেলার নাম	নাম ও ঠিকানা	মৃত্যুরতারিখ	মন্তব্য
১।	সিলেট	সাঈদ আলী (৬৫), পিতাঃ মৃত মোখছেদ আলী, গ্রামঃ বড়বন্দ (কাপাউরা), ইউনিয়নঃ পূর্ব জাফলং, উপজেলাঃ গোয়াইনঘাট, জেলাঃ সিলেট।	১৭-০৪-২০২০খ্রিঃ	নিহতের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের প্রক্রিয়াধীন।
২।	সিলেট	সমশর আলী (৫৮), পিতাঃ হিদরত আলী, গ্রামঃ পূর্ব কালারোকা, ইউনিয়নঃ জালালাবাদ, উপজেলাঃ সিলেট সদর, জেলাঃ সিলেট।	১৮-০৪-২০২০খ্রিঃ	
৩।	সিলেট	সাইফুল ইসলাম (১২), পিতাঃ সমশর আলী, গ্রামঃ পূর্ব কালারোকা, ইউনিয়নঃ জালালাবাদ, উপজেলাঃ সিলেট সদর, জেলাঃ সিলেট।	১৮-০৪-২০২০খ্রিঃ	
৪।	সিলেট	ঈসমাইল হোসেন (৩৭), পিতাঃ আতাউর রহমান, গ্রামঃ দরগা বাহারপুর, ইউনিয়নঃ মানিকপুর, উপজেলাঃ জকিগঞ্জ, জেলাঃ সিলেট।	১৮-০৪-২০২০খ্রিঃ	

৩। সিলেটঃ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, সিলেট স্মারক নং ৫১.০১.৯১০০.০০০.৪২.০০৭.১৯-১৭১ তারিখ ১৮.০৪.২০২০খ্রি: পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছেন গত ১৭-০৪-২০২০খ্রিঃ তারিখ এবং ১৮-০৪-২০২০খ্রিঃ তারিখে সিলেট জেলায় বজ্রপাতে ০৪ জন ব্যক্তি নিহত হয়েছে। নিম্নে নিহতদের তথ্য দেওয়া হলোঃ

অগ্নিকান্ডঃ
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তথ্য (মোবাইল এসএমএস) থেকে জানা যায়, ১৭/০৪/২০২০খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা থেকে ১৮/০৪/২০২০খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা পর্যন্ত সারাদেশে মোট ১৮ টি অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। বিভাগভিত্তিক অগ্নিকান্ডের তথ্য নিম্নে দেওয়া হলঃ

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	অগ্নিকান্ডের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা	নিহতের সংখ্যা
১।	ঢাকা	৬	০	০

২।	ময়মনসিংহ	১	০	০
৩।	বরিশাল	১	০	০
৪।	সিলেট	০	০	০
৫।	রাজশাহী	০	০	০
৬।	রংপুর	৫	০	০
৭।	চট্টগ্রাম	৪	০	০
৮।	খুলনা	১	০	০
	মোট	**১৮**	**০**	**০**

করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্যঃ

১। বিশ্ব পরিস্থিতিঃ

গত ১১/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ জেনেভাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তর হতে বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিকে বিশ্ব মহামারী ঘোষনা করা হয়েছে। সারা বিশ্বে কোভিড-১৯ রোগটি বিস্তার লাভ করেছে। এ রোগে বহলোক ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। কয়েক লক্ষ মানুষ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। আগামী দিনগুলোতে এর সংখ্যা আরো বাড়ার আশংকা রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৮/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখ এর করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত Situation Report অনুযায়ী সারা বিশ্বের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	বিশ্ব	দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
০১	মোট আক্রান্ত	২১,৬০,২০৭	২৫,২৯১
০২	২৪ ঘন্টায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা	৮৫,৬৭৮	১,৭৩১
০৩	মোট মৃত ব্যক্তির সংখ্যা	১,৪৬,০৮৮	১,১৩৪
০৪	২৪ ঘন্টায় নতুন মৃত্যুর সংখ্যা	৬,৭১০	৮৩

২। বাংলাদেশ পরিস্থিতিঃ

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ্ ইমার্জেন্সী অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট এবং প্রধানমন্ত্রীর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সমন্বয় ও ত্রাণ তৎপরতা মনিটরিং সেল হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

(ক) গত ১৬ই এপ্রিল, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নিমূল) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৬১ নং আইন) এর ১১ (১) ধারার ক্ষমতাবলে সমগ্র বাংলাদেশকে সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে।

(খ) বাংলাদেশে কোভিড-১৯ পরীক্ষা, সনাক্তকৃত রোগী, রিকোভারী এবং মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য (১৮/০৪/২০২০খ্রিঃ):

	গত ২৪ ঘন্টা	অদ্যাবধি
কোভিড-১৯ পরীক্ষা হয়েছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা	২,১১৪	২১,১৯১
পজিটিভ রোগীর সংখ্যা	৩০৬	২,১৪৪
কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে রিকোভারিপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	৮	৬৬
কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা	৯	৮৪

(গ) বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টাইন সংক্রান্ত তথ্য **(গত ১০/০৩/২০২০ খ্রিঃ থেকে ১৮/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখ)**:

বিষয়	**সংখ্যা (জন)**
হাসপাতালে আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন মোট ব্যক্তির সংখ্যা	৭৪৯
হাসপাতালে আইসোলেশন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	২৪০
বর্তমানে হাসপাতালে আইসোলেশনে থাকা ব্যক্তির সংখ্যা	৫০৯
মোট কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তির সংখ্যা	১,১৯,৭৬৪
কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	৭১,৩৯৩
বর্তমানে কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তির সংখ্যা	৪৮,৩৭১
মোটহোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তির সংখ্যা	১,১৪,৯২৫
হোম কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	৭০,৬৩৮
বর্তমানে হোম কোয়ারেন্টাইনরত ব্যক্তির সংখ্যা	৪৪,২৮৭
হাসপাতালে কোয়ারেন্টাইন থাকা ব্যক্তিরসংখ্যা	৪,৮৩৯
হাসপাতাল কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তিরসংখ্যা	৭৫৫
বর্তমানে হাসপাতাল কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তির সংখ্যা	৪,০৮৪

(ঘ) বাংলাদেশে নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) রোগে কোয়ারেন্টাইন এবং আইসোলোশনের প্রতিবেদন (বিভাগওয়ারী তথ্য ১৮/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখ সকাল ০৮ টার পূর্বের ২৪ ঘন্টার তথ্য):

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	২৪ ঘন্টায় (পূর্বের দিন সকাল ০৮ ঘটিকা থেকে অদ্য সকাল ০৮ ঘটিকা পর্যন্ত)									
		কোয়ারেন্টাইন						হাসপাতালে আইসোলেশান		রোগীর তথ্য	
		হোম কোয়ারেন্টাইন		হাসপাতাল ও অন্যান্য স্থান		মোট					
		হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো ব্যক্তি/যাত্রীর সংখ্যা	হোম কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তি/যাত্রীর সংখ্যা	কোয়ারেন্টাইনে অবস্থানরত রোগীর সংখ্যা	হাসপাতালে কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	মোট কোয়ারেন্টাইনরতরোগীর সংখ্যা	মোট কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্য	আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা	আইসোলেশন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	কোভিড-১৯ প্রমানিত রোগীর সংখ্যা	হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা
০১	ঢাকা	৪১৪	১২৬	-	-	৪১৪	১২৬	৪৩	২	-	-
০২	ময়মনসিংহ	৪৬	১৫	-	-	৪৬	১৫	৭	-	-	-
০৩	চট্টগ্রাম	১৩৯৫	১০০	৮৬	৩	১৪৮১	১০৩	৪	৩	-	-
০৪	রাজশাহী	৫৩২	৫৬	৪	১০	৫৩৬	৬৬	৪	৪	-	-
০৫	রংপুর	৫২৬	৩,১১৮	২২	৪২	৫৪৮	৩,১৬০	৬	-	-	-
০৬	খুলনা	৩৩১	২৪৬	৬২	২৬	৩৯৩	২৭২	৪	১০	-	-
০৭	বরিশাল	৭২	৪২	-	-	৭২	৪২	১০	২	-	-
০৮	সিলেট	৩২৫	২২৩	-	১৯	৩২৫	২৪২	৩	২	-	-

	সর্বমোট	৩,৬৪১	৩,৯২৬	১৭৪	১০০	৩,৮১৫	৪,০২৬	৮১	২৩	-	-

(ঙ) বাংলাদেশে নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) রোগে কোয়ারেন্টাইন এবং আইসোলোশনের প্রতিবেদন (বিভাগওয়ারী তথ্য, ১০/০৩/২০২০ খ্রিঃ হতে ১৮/০৪/২০২০ খ্রিঃ সকাল ৮ টা পর্যন্ত):

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	১০/০৩/২০২০ খ্রিঃ হতে সর্বমোট/অদ্যাবধি									
		কোয়ারেন্টাইন						হাসপাতালে আইসোলেশান		রোগীর তথ্য	
		হোম কোয়ারেন্টাইন		হাসপাতাল ও অন্যান্য স্থান		সর্বমোট					
		হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো ব্যক্তি/যাত্রীর সংখ্যা	হোম কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তি/যাত্রীর সংখ্যা	হাসপাতাল কোয়ারেন্টাইনে অবস্থানরত রোগীর সংখ্যা	কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	সর্বমোট কোয়ারেন্টাইনরতরোগীর সংখ্যা	সর্বমোট কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্য	আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা	আইসোলেশন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	কোভিড-১৯ প্রমানিত রোগীর সংখ্যা	হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা
০১	ঢাকা	২২,৮৬৩	১৫,৫৫৩	১,০৮৩	১০৪	২৩,৯৪৬	১৫,৬৫৭	২১২	৪৬	৬২৮	-
০২	ময়মনসিংহ	৩,৬৬৯	২,৯৭৯	১০৬	৩৭	৩,৭৭৫	৩,০১৬	৬২	-	৪২	-
০৩	চট্টগ্রাম	২৩,৮৬৯	১৬,৪৬০	৫১২	৮৮	২৪,৩৮১	১৬,৫৪৮	১৫৪	৪৯	৯২	-
০৪	রাজশাহী	১৩,৪৪৮	৭,৩৯৬	১১৪	৫০	১৩,৫৬২	৭,৪৪৬	৫৭	৩০	৮	-
০৫	রংপুর	১৮,০৪৯	৬,৪৫৬	৩৪৭	৯০	১৮,৩৯৬	৬,৫৪৬	৪৪	১২	৩৭	-
০৬	খুলনা	২০,৩৭০	১৫,১৬৫	২,১৪০	৩০২	২২,৫১০	১৫,৪৬৭	১১৬	৮৮	৬	-
০৭	বরিশাল	৬,২০৯	৩,১৪৬	৪০১	২	৬,৬১০	৩,১৪৮	৮১	৮	৩১	-
০৮	সিলেট	৬,৪৪৮	৩,৪৮৩	১৩৬	৮২	৬,৫৮৪	৩,৫৬৫	২৩	৭	৭	-
	সর্বমোট	১,১৪,৯২৫	৭০,৬৩৮	৪,৮৩৯	৭৫৫	১,১৯,৭৬৪	৭১,৩৯৩	৭৪৯	২৪০	৮৫১	

(চ) প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক নমুনা সংগ্রহ ও সম্পাদিত পরীক্ষার তথ্যাদিঃ

প্রতিষ্ঠান		কোভিড-১৯পরীক্ষা		
		নমুনা সংগ্রহ (২৪ঘণ্টা)	পরীক্ষা (পূর্বের নমুনা সহ) (২৪ ঘণ্টা)	সর্বমোট
ঢাকায়	১) আর্মড ফোর্সেস ইন্সটিটিউট অব প্যাথলজি	৭২	৭২	৬২২
	২) বিএসএমএমইউ	০	০	১,০১৩
	৩) চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশন ও ঢাকা শিশু হাসপাতাল	১৫৩	১৫৩	১,১৬৩
	৪) ঢাকা মেডিকেল কলেজ	৭৮	৭৮	৫৯৩
	৫) আইসিডিডিআরবি	১৭৫	১৭৫	১,২৫৪
	৬) আইদেশী	৫০	৫০	৮৩২
	৭) এনপিএমএল - আইপিএইচ	৮৮	৮৮	১,৭১০
	৮) আইইডিসিআর	৪০২	৪০২	৫,৬২৮
	৯) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরী মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার	৩০১	৩৮৮	১,৯৫২
	১০) মুগদা মেডিকেল কলেজ	৯	৯	৭১
ঢাকার ভিতরে মোট		**১,৩২৮**	**১,৪১৫**	**১৪,৮৩৮**
ঢাকারবাইরে	১) বিআইটিআইডি	৯১	৯১	১,২১৬
	২) কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ	৩৯	৩৯	৩৩০
	৩) ময়মন সিংহ মেডিকেল কলেজ	১৮৮	১৮৮	১,৪৬০
	৪) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ	১৩৯	০	৭৪৫
	৫) রংপুর মেডিকেল কলেজ	১৮৫	১৮৫	১,১০৯
	৬)সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ	৮৫	৭৪	৭৮৬
	৭) খুলনা মেডিকেল কলেজ	৬৮	৬৮	৫১০
	৮)শের-এ-বাংলা মেডিকেল কলেজ	৪১	৪১	১৮৪
	৯) যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১৩	১৩	১৩
ঢাকার বাইরে মোট		**৮৪৯**	**৬৯৯**	**৬,৩৫৩**
সর্বমোট		**২,১৭৭**	**২,১১৪**	**২১,১৯১**

(ছ) কোভিড-১৯ সংক্রান্ত লজিষ্টিক মজুদ ও সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য (১৮/০৪/২০২০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত):

সরঞ্জামের নাম	**মোট সংগ্রহ**	**মোট বিতরণ**	**বর্তমান মজুদ**
পিপিই (PPE)	১৪,৫৯,২৯৬	১০,৬৯,২৬৮	৩,৯০,০৩২

(জ) **সারাদেশে ৬৪ জেলার সকল উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তত করা হয়েছে- ৪৮৮ টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষনিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে-২৬,৩৫২ জনকে।**

(ঝ) **স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ সংক্রান্ত তথ্য ও চিকিৎসাসেবা প্রদানে হটলাইনে যুক্ত চিকিৎসক সংখ্যা (১৭/০৪/২০২০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত): ৩,৯০০ জন।**

(ঞ) **কোভিড-১৯ চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা ও হাসপাতাল সংক্রমণ এবংনিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশিক্ষন (১৮/০৪/২০২০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত):**

চিকিৎসক (জন)	**নার্স (জন)**
৩,৬২৫	১,৩১৪

(ট) আশকোনা হজ্জ ক্যাম্পে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় ৪০০ জনকে কোয়ারেন্টাইন এ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে বর্তমানে উক্ত ক্যাম্পে মোট ৩২১ জন কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে।

(ঠ) করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলায় লকডাউনকৃত বিভাগ/জেলা/এলাকার বিবরণ (১৮/০৪/২০২০ খ্রিঃ সকাল ০৮.০০ টা পর্যন্ত):

ক্রঃ	বিভাগের নাম	পূর্ণাঙ্গভাবে লকডাউনকৃত জেলা	সংখ্যা	যে সকল জেলার কিছু কিছু এলাকা লকডাউন করা হয়েছে	সংখ্যা
১।	ঢাকা	গাজীপুর, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, রাজবাড়ী, শরিয়তপুর, টাঙ্গাইল ও মুন্সিগঞ্জ	১০	ঢাকা, ফরিদপুর ও মানিকগঞ্জ	০৩
২।	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ, নেত্রোকোনা, জামালপুর ও শেরপুর	০৪	-	-
৩।	চট্টগ্রাম	কক্সবাজার, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, চাঁদপুর, কুমিল্লা ওব্রাহ্মণবাড়ীয়া	০৬	চট্টগ্রাম, বান্দরবান, ফেনী	০৩

৪।	রাজশাহী	রাজশাহী, নঁওগা, জয়পুরহাট	০৩	-	-
৫।	রংপুর	রংপুর, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, নীলফামারী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়	০৭	কুড়িগ্রাম	০১
৬।	খুলনা	চুয়াডাঙ্গা	০১	খুলনা, বাগেরহাট, যশোর ও নড়াইল	০৪
৭।	বরিশাল	বরিশাল ও পিরোজপুর	০২	পটুয়াখালী, ভোলা, বরগুনা ও ঝালকাঠি	০৪
৮।	সিলেট	সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সুনামগঞ্জ	০৪	-	-

(ঙ) বাংলাদেশে **স্ক্রিনিং**কৃত যাত্রীর সংখ্যা (১৮/০৪/২০২০খ্রিঃ):

বিষয়	২৪ ঘন্টায় সর্বশেষ পরিস্থিতি	গত ২১/০১/২০২০ থেকে অদ্যবধি
মোট স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	৩১৭	৬,৭১,৩৯৭
এ পর্যন্ত দেশের ৩টি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বিদেশ থেকে আগত স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	৪৭	৩,২২,৯৫১
দু'টি সমুদ্র বন্দরে (চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ও মংলা সমুদ্র বন্দর) স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	১৪৮	১৪,০১২
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও বেনাপোল রেলওয়ে স্টেশনে স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	০	৭,০২৯
অন্যান্য চালু স্থলবন্দরগুলোতে স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	১২২	৩,২৭,৪০৫

৩। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমঃ

(ক) করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪টি জেলায় ১৬/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত শিশু খাদ্যসহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ৪১ কোটি ৫ লক্ষ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা জিআর (ক্যাশ) নগদ এবং ৮৫ হাজার ৬৭ মেঃ টন জিআর চাল জেলা প্রশাসকের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দের বিস্তারিত ৩ (ঝ) তে প্রদান করা হয়েছে।

(খ) নোভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ৫৫ জন কর্মকর্তাকে বিভাগ/জেলাওয়ারী ত্রাণ কার্যক্রম মনিটরিং এর দায়িত্ব প্রদান ক রা হয়েছে।

(গ) বাংলাদেশ সরকার মালদ্বীপে অবস্থানরত অভিবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের কোভিড-১৯ এর পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত মানবতের পরিস্থিতি লাঘবে নিম্নোক্ত ত্রাণসামগ্রী প্রেরণ করেছেঃ

ক্রঃ নং	ত্রাণসামগ্রীর নাম	ত্রাণসামগ্রীর পরিমান
১	চাল	৪০ (চল্লিশ) মেঃ টন
২	আলু	১০ (দশ) মেঃ টন
৩	মিষ্টি আলু	১০ (দশ) মেঃ টন
৪	ডাল (মশুর)	১০ (দশ) মেঃ টন
৫	পেঁয়াজ	৫ (পাঁচ) মেঃ টন
৬	ডিম	৫ (পাঁচ) মেঃ টন
৭	সবজি	৫ (পাঁচ) মেঃ টন

(ঘ)দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মোড়ক/প্যাকেট/বস্তায় ত্রাণ সামগ্রী ও শিশু খাদ্য বিতরণ নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত নির্দেশনাবলী সকল জেলা প্রশাসককে প্রদান করা হয়েছেঃ

করেনা ভাইরাস মোকাবিলায় মানবিক সহায়তা হিসেবে ত্রাণ সামগ্রী ও শিশু খাদ্য বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। বরাদ্দকৃত ত্রাণ সামগ্রী ও শিশু খাদ্য প্রয়োজন অনুযায়ী জেলা প্রশাসনগণ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পো রেশন (সকল)/উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) এর নিকট উপ-বরাদ্দ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর/ইউপি চেয়ারম্যানের অনুকূলে সরকারী আদেশ জারি করা হয়। উক্ত ত্রাণ সামগ্রী ও শিশু খাদ্য বিতরণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে ইতোপূর্বে অত্র মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত সকল বিধি-বিধানের সাথে নিম্নোক্ত নির্দেশনাসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিপালন করতে হবেঃ

১. ত্রাণ সামগ্রী ও শিশু খাদ্য মোড়ক/প্যাকেট/বস্তায় বিতরণ করতে হবে;

২. মোড়ক/ প্যাকেটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি ছবিসহ "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার" এবং বস্তায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছবি ব্যতীত শুধুমাত্র "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার" লিখতে হবে;

৩. মোড়ক/প্যাকেট/বস্তার গায়ে "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার" সম্বলিত গোল সীল ব্যবহার করতে হবে;

৪. ত্রাণ সামগ্রী ও শিশু খাদ্য উত্তোলন এবং বিতরণে সংশ্লিষ্ট ট্যাগ অফিসারগণ সার্বক্ষণিকভাবে উপস্থিত থাকবেন। এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার ব্যতয় ঘটানো যাবে না।

(ঙ) সারাদেশে করোনা ভাইরাসের কারণে যে সকল কর্মজীবি মানুষ কর্মহীন হয়ে খাদ্য সমস্যায় আছে তাদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে করনীয় বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এ মন্ত্রণালয় হতে পত্রের মাধ্যমে সকল জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে সকল নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

- সারাদেশে করোনা ভাইরাসের কারণে যে সকল কর্মজীবি মানুষ কর্মহীন হয়ে খাদ্য সমস্যায় আছে সে সকল কর্মহীন লোক (যেমন- রাস্তায় ভাসমান মানুষ, প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ব্যক্তি, ভিক্ষুক, ভবঘুরে, দিন মজুর, রিক্সা চালক, ভ্যান গাড়ী চালক, পরিবহণ শ্রমিক, রেষ্টুরেন্স শ্রমিক, ফেরীওয়ালা, চা শ্রমিক, চায়ের দোকানদার) যারা দৈনিক আয়ের ভিত্তিতে সংসার চালায় তাদের তালিকা প্রস্তুত করে ত্রান বিতরণ করতে হবে।
- যারা লাইনে দাঁড়িয়ে ত্রাণ নিতে সংকোচ বোধ করেন তাদের আলাদা তালিকা প্রস্তুত করে বাসা/ বাড়ীতে খাদ্য সহায়তা পৌছেঁ দিতে হবে।
- সিটি কর্পোরেশন /পৌরসভা/ ইউনিয়ন পর্যায়ে ওয়ার্ড ভিত্তিক নির্মাণ ও কৃষি শ্রমিকসহ উপরে উল্লিখিত উপকারভোগীদের তালিকা প্রস্তুত করে খাদ্য সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।
- স্থানীয় পর্যায়ে বিত্তশালী ব্যক্তি/ সংগঠন/এনজিও কোন খাদ্য সহায়তা প্রদান করলে জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত তালিকার সাথে সমন্বয় করবেন যাতে দ্বৈততা পরিহার করা যায় এবং কোন উপকারভোগী যেন বাদ না পড়ে।
- ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে জেলা/ উপজেলা/ ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- ত্রাণ বিতরণের সময় সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্য বিধি অবশ্যই মানতে হবে।

(চ) দেশের করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলার লক্ষ্যে চিকিৎসা, কোয়ারেন্টাইন, আইনশৃঙ্খলা, ত্রাণ বিতরণ ও দুর্নীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩১ দফা নির্দেশনা প্রদান করেছেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০২.২০.৭৬ এর মাধ্যমে জারীকৃত এসব নির্দেশনাসমূহের মধ্যেদুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ০৭ (সাত) টি নির্দেশনা রয়েছে। এ সকল নির্দেশনাসমূহ যথা যথভাবে প্রতিপালনের জন্য এ মন্ত্রণালয় হতে সংশ্লিষ্ট সকলকে পত্রের মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আলোচ্য ০৭ (সাত) টি নির্দেশনা নিম্নরূপঃ

১. ত্রাণ কাজে কোন ধরণের দুনীতি সহ্য করা হবে না;

২. দিনমজুর, শ্রমিক, কৃষক যেন অভুক্ত না থাকে। তাদের সাহায্য করতে হবে। খেটে খাওয়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অতিরিক্ত তালিকা তৈরি করতে হবে;

৩. সোস্যাল সেফটি-নেট কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে;

৪. সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সংগে সমন্বয় করে

ত্রাণ ও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করবে;
৫. জনপ্রতিনিধি ও উপজেলা প্রশাসন ওয়ার্ডভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন করে দুঃস্থদের মধ্যে খাবার বিতরণ করবে;

৬. সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী যেমন- কৃষি শ্রমিক, দিনমজুর, রিক্সা/ভ্যান চালক, পরিবহণ শ্রমিক, ভিক্ষুক, প্রতিবন্ধী, পথশিশু, স্বামী পরিত্যাক্তা/বিধবা নারী এবং হিজরা সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ নজর রাখাসহ ত্রাণ সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে;
৭. দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী (এসওডি) যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সব সরকারী কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতি আহ্বান জানানো যাচ্ছে।

(ছ) নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত ছুটি কালীন সময়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরী দাপ্তরিক কার্যাদি সম্পাদনের জন্য এবং এনডিআরসিসি'র কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য প্রতিদিন মন্ত্রণালয়ের ১০ জন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে নির্ধারিত কর্মকর্তা/কর্মচারীরা দায়িত্ব পালন করছেন। এনডিআরসিসি'র কার্যক্রম যথারিতি অব্যাহত রয়েছে। এনডিআরসিসি থেকে দিনে ৩ ঘন্টা পর পর করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশ করাসহ সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা হচ্ছে।

(জ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের করোনা ভাইরাস বিস্তার প্রতিরোধে গৃহীত অন্যান্য কার্যক্রমঃ

১। চীন হতে প্রত্যাগত ০১/০২/২০২০ হতে ১৬/০২/২০২০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইনে রাখা ৩১২ জনের মধ্যে খাবার, বিছানাপত্রসহ প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। একই পদ্ধতিতে ১৪/০৩/২০২০ ও ১৫/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ইতালি থেকে প্রত্যাগত প্রবাসী নাগরিকদের যথাক্রমে ১৫০, ১৭০ ও ২৪৮ জনের মধ্যে খাবার সরবরাহসহ অন্যান্য ব্যবহার্য লজিস্টিক সার্পোট প্রদান করা হয়েছে।

২। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত জাতীয় কমিটিতে গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৩। রোহিঙ্গা ও জেনেভো ক্যাম্প এবং বস্তিসমূহে হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণসহ করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে।

৪। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সিপিপি, আরবান ভলান্টিয়ার, বাংলাদেশ স্কাউটসহ অন্যান্য ভলান্টিয়ারদেরকে সচেতনমূলক কাজে নিজস্ব স্বাস্থ্যবিধি মেনে সতর্কতার সাথে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

৫। সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে।

৬। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগ ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে হ্যান্ড স্যানিটাইজার প্রস্তুতে সহায়তা করা হচ্ছে।

৭। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে মন্ত্রণালয় কর্তৃক কমিটি গঠন ও কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৮। চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মুহূর্তে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি রয়েছে।

৯। দেশের বিভিন্ন বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওযার্ড পর্যন্ত সচেতনা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অনুরোধ করা হয়েছে।

১০। স্বেচ্ছাসেবকদের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে পিপিই (personal protection equipment) সংগ্রহ করা হচ্ছে।

১১। গত ২৫/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ বিকাল ৪.০ টায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান, এমপি'র সভাপতিত্বে জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের একটি সভা এ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী (SOD) এর ৩য় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ৩.১.৭-এ বর্ণিত ১৭ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান গ্রুপের দায়িত্ব ও কার্যাবলীর ১৮ নম্বর ক্রমিকের নির্দেশনার আলোকে বিশ্বব্যাপী কভিড-১৯ বিস্তার লাভ করায় এবং একে বিশ্ব মহামারী ঘোষণা করায় এ সভা আহ্বান করা হয়। সভায় এ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব, আইএমইডি'র সচিবসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ

(১) প্রতিটি জেলায় ডেডিকেটেড হসপিটালসহ প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ, ডাক্তার, নার্স, ড্রাইভার, এ্যাম্বুলেন্স, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (পিপিই) ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(২) মানবিক সহয়তা বিতরণের ক্ষেত্রে আইন শৃংখলা রক্ষার্থে পূর্বহ্নে পুলিশ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

(৩) করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সম্পদ, সেবা জরুরী আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত ভবন, যানবহন বা অন্যান্য সুবিধা হুকুম দখল বা রিকুজিশনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে রাখতে হবে।

(৪) করোনা ভাইরাস যেহেতু সংক্রামক ব্যধি সেহেতু ধ্বংসাবশেষ, বর্জ্য অপসারণ, মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা, মানবিক সহায়তা ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য এবং আশ্রয়কেন্দ্র প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের গাইডলাইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(৫) জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সংবাদটি ব্যপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

ব্রেকিং নিউজ	
ক)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ অনুযায়ী স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসন আপনার পাশে আছেন, প্রয়োজনীয় খাদ্য সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
খ)	সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন।
গ)	অতি প্রয়োজন ব্যতিত ঘরের বাহিরে যাওয়া থেকে বিরত থাকুন।
ঘ)	স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলুন।
	প্রচারেঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

(ঝ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণায় কর্তৃক গৃহীত মানবিক সহায়তা কার্যক্রমঃ

(১) করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বরাদ্দকৃত মানবিক সহায়তার বিবরণ (১৬/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখ):

ক্রঃনং	জেলার নাম	ক্যাটাগরি	১৩-০৪-২০২০ তারিখ পর্যন্তত্রাণ কার্য (চাল) বরাদ্দ (মেঃটন)	১৬-০৪-২০২০ তারিখে করোনা ভাইরাসে বিশেষ বরাদ্দত্রাণ কার্য (চাল) (মেঃটন)		১৩-০৪-২০২০ তারিখ পর্যন্ত ত্রাণ কার্য (নগদ) বরাদ্দ (টাকা)	১৬-০৪-২০২০ তারিখে ক
১	ঢাকা (মহানগরীসহ)	বিশেষ শ্রেণী	২১০৩	উত্তর-২০০ দক্ষিণ-২০০ জেলা-১০০	৫০০	১১৫৯৯৫০০	ঢাকা উত্তরঃ ৮০০০০০ ঢাকা দক্ষিণঃ ৮০০০০০ জেলার জন্যঃ ৪০০০০০

২	গাজীপুর (মহানগরীসহ)	বিশেষ শ্রেণী	১৪১৪	সিটিকর্পোঃ১৫০ জেলা-১০০	২৫০	৬২৬২০০০	গাজীপুর সিটিঃ ৬০০০০০ জেলার জন্যঃ ৪০০০০০
৩	ময়মনসিংহ (মহানগরীসহ)	বিশেষ শ্রেণী	১৫৫৬	সিটিঃ ৮০ জেলা-১৭০	২৫০	৫৮৯২৫০০	সিটি কর্পোঃ ৩২০০০০ জেলার জন্যঃ ৬৮০০০০
৪	ফরিদপুর	A শ্রেণী	১১৫৭		১৫০	৫০৫৪০০০	
৫	কিশোরগঞ্জ	A শ্রেণী	১৩৯৪		১৫০	৫৩০০০০০	
৬	নেত্রকোনা	A শ্রেণী	১৫৩৫		১৫০	৫১০১০০০	
৭	টাংগাইল	A শ্রেণী	১১৯৪		১৫০	৫০৫০০০০	
৮	নরসিংদী	B শ্রেণী	৮২০		১০০	৩৮০৫০০০	
৯	মানিকগঞ্জ	B শ্রেণী	৯৪৭		১০০	৩৭৭৭০০০	
১০	মুন্সিগঞ্জ	B শ্রেণী	৯৩৫		১০০	৩৮৫৫০০০	
১১	নারায়নগঞ্জ (মহানগরীসহ)	B শ্রেণী	১৫৩৫	সিটিঃ ৮০ জেলা-১৭০	২৫০	৫৯৫৫০০০	সিটি কর্পোঃ ৩২০০০০ জেলার জন্যঃ ৬৮০০০০
১২	গোপালগঞ্জ	B শ্রেণী	১০১২		১০০	৪৩৭৪০০০	
১৩	জামালপুর	B শ্রেণী	১০৪৪		২০০	৩৯৬০০০০	
১৪	শরীয়তপুর	B শ্রেণী	৮৯৮		১০০	৩৮৮৫০০০	
১৫	রাজবাড়ী	B শ্রেণী	৯০৭		১০০	৩৯৪৫০০০	
১৬	শেরপুর	B শ্রেণী	৯২৪		১০০	৪০৩০০০০	
১৭	মাদারীপুর	C শ্রেণী	৮৬৫		১০০	২৮০০০০০	
১৮	চট্রগ্রাম (মহানগরীসহ)	বিশেষ শ্রেণী	১৯৩২	সিটিঃ ১০০ জেলা-২০০	৩০০	৬৮৫০০০০	সিটি কর্পোঃ ৩৩০০০০ জেলার জন্যঃ ৬৭০০০০
১৯	কক্সবাজার	A শ্রেণী	১১৪৫		১৫০	৪৯৫২৫০০	
২০	রাংগামাটি	A শ্রেণী	১৪৬৩		১৫০	৫০৭০০০০	
২১	খাগড়াছড়ি	A শ্রেণী	১১৬৫		১৫০	৫১০৫০০০	
২২	কুমিল্লা (মহানগরীসহ)	A শ্রেণী	১৬১৩	সিটিঃ ১০০ জেলা-২০০	৩০০	৬১৫৫০০০	সিটি কর্পোঃ ৩৩০০০০ জেলার জন্যঃ ৬৭০০০০
২৩	ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া	A শ্রেণী	১২৫০		১৫০	৫১০০০০০	
২৪	চাঁদপুর	A শ্রেণী	১১৮৪		১৫০	৫০১০০০০	
২৫	নোয়াখালী	A শ্রেণী	১১৭৬		১৫০	৫১০০০০০	
২৬	ফেনী	B শ্রেণী	১৩৪৮		১০০	৪৯৯৮২৬৪	
২৭	লক্ষ্মীপুর	B শ্রেণী	১২০০		১০০	৪৩১৫০০০	
২৮	বান্দরবান	B শ্রেণী	৯৫২		১০০	৪০৪০০০০	
২৯	রাজশাহী (মহানগরীসহ)	বিশেষ শ্রেণী	১৬৯৮	সিটিঃ ৯০ জেলাঃ ১৬০	২৫০	৬০৩৭৫০০	সিটি কর্পোঃ ৩৬০০০০ জেলার জন্যঃ ৬৪০০০০
৩০	নওগাঁ	A শ্রেণী	১১৪২		১৫০	৫০৫৫০০০	
৩১	পাবনা	A শ্রেণী	১১৩০		১৫০	৫১১০০০০	
৩২	সিরাজগঞ্জ	A শ্রেণী	১৩০৩		১৫০	৪৮১০০০০	
৩৩	বগুড়া	A শ্রেণী	১২৬৮		১৫০	৫৬৩০০০০	
৩৪	নাটোর	B শ্রেণী	৮৫৫		১০০	৩৮১৫০০০	
৩৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	B শ্রেণী	৮৪৮		১০০	৪১০৫০০০	
৩৬	জয়পুরহাট	B শ্রেণী	৮৯৬		১০০	৩৮০০০০০	
৩৭	রংপুর (মহানগরীসহ)	A শ্রেণী	১৭৮৫	সিটিঃ ১০০ জেলাঃ ১৫০	২৫০	৫৮৯৬৫০০	সিটি কর্পোঃ ৪০০০০০ জেলার জন্যঃ ৬০০০০০
৩৮	দিনাজপুর	A শ্রেণী	১১৭৬		১৫০	৫১৯৪০০০	
৩৯	কুড়িগ্রাম	A শ্রেণী	১২০৮		১৫০	৫০৪০০০০	
৪০	ঠাকুরগাঁও	B শ্রেণী	৯৪৮		১০০	৩৮৮৯০০০	
৪১	পঞ্চগড়	B শ্রেণী	১০৭১		১০০	৩৮৪৫০০০	
৪২	নীলফামারী	B শ্রেণী	৯৮১		১০০	৩৮০৬০০০	
৪৩	গাইবান্ধা	B শ্রেণী	৯০৯		১০০	৩৯৩৫০০০	
৪৪	লালমনিরহাট	B শ্রেণী	৯১২		১০০	৩৮১২৫০০	
৪৫	খুলনা (মহানগরীসহ)	বিশেষ শ্রেণী	১৭৪০	সিটিঃ ১০০ জেলাঃ ১৫০	২৫০	৫৮৫৭০০০	সিটি কর্পোঃ ৪০০০০০ জেলার জন্যঃ ৬০০০০০
৪৬	বাগেরহাট	A শ্রেণী	১৫৪৩		১৫০	৫১৫০০০০	
৪৭	যশোর	A শ্রেণী	১১৯৪		১৫০	৫০২৭০০০	
৪৮	কুষ্টিয়া	A শ্রেণী	১০৭০		১৫০	৫০০০০০০	
৪৯	সাতক্ষীরা	B শ্রেণী	৯০০		১০০	৩৮৫০০০০	
৫০	ঝিনাইদহ	B শ্রেণী	৯২৮		১০০	৩৮১৬০০০	
৫১	মাগুরা	C শ্রেণী	৭৩৫		১০০	২৮৫৪৫০০	
৫২	নড়াইল	C শ্রেণী	৮১১		১০০	২৮৪৬৫০০	
৫৩	মেহেরপুর	C শ্রেণী	৯৪১		১০০	২৭৭৫০০০	
৫৪	চুয়াডাংগা	C শ্রেণী	৮৮৩		১০০	২৭৪৯৫০০	
৫৫	বরিশাল (মহানগরীসহ)	A শ্রেণী	১৪৯৫	সিটিঃ ৬০ জেলাঃ ১৯০	২৫০	৫৮৫৬০০০	সিটি কর্পোঃ ২৪০০০০ জেলার জন্যঃ ৭৬০০০০
৫৬	পটুয়াখালী	A শ্রেণী	১১৫৬		১৫০	৫১০০০০০	
৫৭	পিরোজপুর	B শ্রেণী	৯৮৯		১০০	৪২৭৪০০০	
৫৮	ভোলা	B শ্রেণী	৯৭৭		১০০	৩৬২৫০০০	
৫৯	বরগুনা	B শ্রেণী	৯০৮		১০০	৩৬৫০০০০	
৬০	ঝালকাঠি	C শ্রেণী	৮৩৩		১০০	২৬৯১৫০০	
৬১	সিলেট (মহানগরীসহ)	A শ্রেণী	১৬২১	সিটিঃ ৭০ জেলাঃ ১৮০	২৫০	৫৯৬০০০০	সিটি কর্পোঃ ২৮০০০০ জেলার জন্যঃ ৭২০০০০
৬২	হবিগঞ্জ	A শ্রেণী	১৪২৫		১৫০	৫০২৪০০০	
৬৩	সুনামগঞ্জ	A শ্রেণী	১২৪৫		১৫০	৫০১০০০০	
৬৪	মৌলভীবাজার	B শ্রেণী	১২৭৫		১০০	৩৯৩৫০০০	
		মোট=	৭৫৪৬৭		৯,৬০০ (নয় হাজার ছয়শত) মেঃ টন	৩০০১৭২২৬৪	

(সূত্র: ত্রাণ কর্মসূচী-১ শাখার ১৬/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০০৯.১৮.১৭২)

১৯-৪-২০২০
মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ফোন: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-১
এনডিআরসিসি অনুবিভাগ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ইমেইল: controlroom.ddm@gmail.com

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.১১৪/১(১৬৬) তারিখ: ৬ বৈশাখ ১৪২৭

১৯ এপ্রিল ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩) সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৪) সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৫) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৬) মহাপরিচালক , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৭) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৮) পরিচালক (সকল) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৯) জেলা প্রশাসক (সকল)
১০) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
১১) উপ-পরিচালক (সকল) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
১২) জেলা ত্রাণ ও পুর্ণবাসন কর্মকর্তা (সকল)

১৯-৪-২০২০
মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)